দৈনিক সংবাদ
OCT 17 1999

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

প্রসঙ্গ ঃ ভুল বানান

সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামে প্রায়শই ভুল বানান সংক্রান্ত চিঠি প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা ইতোমধ্যে একটি ফলপ্রসূ আন্দোলনের রূপলাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ২৮-৯-৯৯-এ লে. কর্নেল (অব.) এইচ. আহমেদের 'ভুল বানান' শীর্ষক মনোগ্রাহী চিঠিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রেখে আমার কিছু মতামত ব্যক্ত করতে চাচ্ছি।

প্লেটোর গ্রীক ভাষার Akademeia থেকে ইংরেজি Academy যার উচ্চারণ ইংরেজি অভিধান অনুসারে a-ka-da-mi (অ্যাকাড্যামি)। কয়েক দশক পূর্বেই বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের লেখায় ইংরেজি উচ্চারণে অ্যাকাডেমি আর ফরাসি ঘেঁসা উচ্চারণে আকাদেমি, Intellectual থেকে আঁতালেকচুয়েল (আঁতাল স্মর্তব্য) প্রভৃতি উচ্চারণানুগ বানানের প্রচলন হয়েছিল। আমরা অনেকে যে গাড়িটিকে মার্সিডিস বেঞ্জ বলে থাকি, সৈয়দ মুজতবা আলী জার্মান ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী তাকে মের্ৎসেডেজবেঞ্জ বলেছেন, যেমন তিনি বলেছেন ফক্স ভাগেন, অন্যদের ন্যায় ভক্স ওয়াগন না বলে। প্রকৃত পক্ষে প্রতিটি বিদেশী শব্দই সংশ্লিষ্ট ভাষায় যথাসম্ভব তার স্বীয় উচ্চারণানুগ বাংলা বানানে লিখাই সমীচীন। বাংলায় আগত বিদেশী শব্দের বিশেষত প্রতিশব্দসমূহের বানানে প্রমিত-করণ না হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিগত উচ্চারণে তারতম্য হেতু বিভিন্নজনের হাতে বিভিন্ন বানান এসে যাবে। তবে বহুল প্রচলিত বিদেশী শব্দ ব্যতীত যাবতীয় বিদেশী শব্দের বাংলা বানানোর প্রমিতরূপ প্রচলন সম্ভব বা যৌক্তিক নয়। কালক্রমে যেকোন একটি বানানই বহুজন গ্রাহ্যতা লাভ করবে। যেমন ইউরোপ, অ্যাভিনিউ, নিউ মার্কেট, ইউনিভার্সিটি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এককালে য়ুরোপ, এভিন্যু, ন্যু মার্কেট, য়ুনিভার্সিটি প্রভৃতি বানানের প্রচলন ছিল। আর 'বাংলা একাডেমী' স্বাধীনতা-পূর্ববর্তীকালে ইংরেজি বানানে সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীকালে রূপান্তরিত এবং এতদিনে বহুল প্রচলিত বাংলা বানানটির মোহ কাটানো সম্ভব হলে 'এ' এবং 'ী' (ঈ)-কার পরিবর্তন করে 'অ্যাকাডেমি'-তে রূপান্তর খুব কঠিন নয়।

বিদেশী বা বাংলা দেশী শব্দের শেষে স্ত্রী-বাচক শব্দ ব্যতীত অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'ী' (ঈ)-কার স্থলে বিকল্পে 'ি' (ই)-কার ব্যবহার যদিও নিয়মসম্মত, তথাপি "স্ত্রী-বাচক শব্দ ব্যতীত শব্দ শেষের সকল 'ী' (ঈ)-কার উঠিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি" হলে অনুগামী, অনুসারী, উদাসী, উপকারী, উপযোগী, প্রতীকী, পক্ষপাতী, সমদর্শী, পরীক্ষার্থী, মন্ত্রী, বিরোধী, স্থায়ী, হস্তী, তন্ত্রী প্রভৃতি ইন্ ও অন্যান্য প্রত্যয় নিষ্পন্ন অ-স্ত্রী লিঙ্গ বাচক তৎসম শব্দ 'ী' (ঈ)-কারের পরিবর্তে 'ি'(ই)-কার দিয়ে লিখা কোন-ক্রমেই নিয়ম সম্মত হবে না। যেহেতু একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দই নয়। জাতি, ব্যক্তি, ভাষা ও বিশেষণ-বাচক শব্দের শেষেও 'ী' (ঈ)-কার হয়ে থাকে, ফলে ভাষী, অধিকারী, রাজবংশী, সরকারী, ওসমানী, দেশী, বিদেশী, ইংরেজী, ফরাসী, সাতনরী, হেকিমী, ইউনানী প্রভৃতির 'ী' (ঈ)-কার বর্জন ও নিয়ম সম্মত হবে না। অপরপক্ষে কি এবং কী-এর যেমনি বানানে ভিন্নতা এবং উচ্চারণের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতায় ভিন্নতা রয়েছে, তেমনি এরা ভিন্ন ভাবার্থ প্রকাশেও সহায়ক।

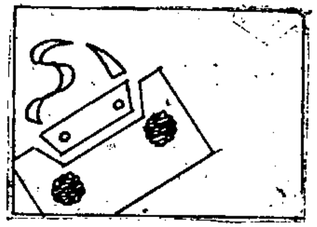

অঞ্জলি কোন মেয়ের নাম তথা স্ত্রী লিঙ্গ বাচক শব্দ বিবেচনায় অনেকেই ইতঃপূর্বে শ্রদ্ধাঞ্জলি ভুল বানানে 'ী' (ঈ)-কার দিয়ে লিখতেন। সংবাদ-এ নিরলস প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে ও ইতঃপূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধাঞ্জলিও সঠিক বানানে বর্তমানে প্রায়শই লিখা হচ্ছে। ব্যানার্জি, মুখার্জি, চাটার্জি ও গাঙ্গুলি যথাক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায়ের ইংরেজী রূপের বাংলা বানান বলে প্রথমোক্ত তিনটিতে ৴ (রেফ)-এর কারণে জ-এর দ্বিত্ব বর্জনীয় এবং সঠিক উচ্চারণের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বলে শব্দশেষে 'ি' (ই)-কারই হবে। কিন্তু চক্রবর্তী একটি খাঁটি সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দ বলে, আধুনিককালে রাজ-চক্রবর্তীর অস্তিত্ব যদিও নেই, তথাপি চক্রবর্তী মহোদয়েরা কি তাঁদের পদবির 'ী' (ঈ)-কারের হ্রস্বতা প্রাপ্তিতে স্বস্তি বোধ করবেন? সত্যজিত রায় নিজে চক্রবর্তী ছিলেন না বলেই হয়তবা 'ি' (ই)-কার ব্যবহার করেছিলেন! যদিও তার নিজের রায় ইংরেজীতে রে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অধিকাংশ রায়েরাই সে ক্ষেত্রে কিছুটা রয়ে সয়ে রয় পর্যন্ত এগিয়েছিলেন। চৌধুরীরাও বোধহয় রাজী হবেন না তাঁদের 'ী' (ঈ)-কার বর্জনে।

ঢালাওভাবে সকল বিদেশী শব্দেরই 'ী' (ঈ)-কার ও 'ূ' (ঊ)-কার সঠিক উচ্চারণের স্বার্থেই বর্জন করা সম্ভব নয়, যদিও যথাসম্ভব বর্জনীয়। বানানের নিয়মেও এর স্বীকৃতি রয়েছে। যেমন- Easter = ēsta(r) = ঈস্ট্যা(র), = Deed=dēd ডীড্, Degree=digrē = ডিগ্রী, Parachute = pa-ra-shōōt= প্যারাশূট, Snooker = Snōō-ka(r) = স্নূকা(র), Blue = blōō=ব্লূ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্বর ধ্বনির প্রলম্বিত বা দীর্ঘায়িত উচ্চারণ নিশ্চিত করতে 'ী' (ঈ)-কার বা 'ূ' (ঊ)-কারের ব্যবহার আবশ্যক।

বাংলা তথা সংস্কৃত বর্ণমালা ধ্বনিভিত্তিক এবং তদনুযায়ী সুবিন্যস্ত। এতে মোটা-মুটিভাবে প্রতিটি মূলধ্বনি প্রকাশের জন্য পৃথক বর্ণ রয়েছে। দুএকটি নগণ্য ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত ভাষার ন্যায় এখানে একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ বা একাধিক বর্ণের একই উচ্চারণ নেই। অতএব কেবলমাত্র বানানের সরলীকরণের স্বার্থে উচ্চারণের হ্রস্ব দীর্ঘ নির্বিশেষে সকল দীর্ঘস্বর বানানের নিয়ম বহির্ভূতভাবে বর্জন সমীচীন হবে না। কারণ এর ফলে বানান হয়তবা সরল হবে, কিন্তু উচ্চারণ ও ভাষার বিশুদ্ধতা হারিয়ে যাবে। এমনিতেই আমরা উচ্চারণ ও বানান সম্পর্কে ভুগছি। এমন কোন উদ্যোগ গ্রহণ সমীচীন হবে না যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভুল উচ্চারণ ও বানানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাষা বহতা নদীর ন্যায়। কালক্রমে কোন কোন শব্দের বা তার বানানের পরিবর্তন হতে পারে, এভাবেই 'বহুল প্রচলিত' বা 'অর্জিত' অভিধাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু ব্যাপকাকারে বানান সংস্কারের কোন উদ্যোগ ইংরেজী প্রভৃতি ঋদ্ধ ভাষায়ও অনুপস্থিত।

সুদীর্ঘকাল যাবৎ 'ং' এবং 'ঃ' সহযোগে কতিপয় বাংলা শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ লিখিত হয়ে আসছে। যথা, সাকিনের সংক্ষিপ্ত রূপ সাং, পিতার জন্য পিং, গয়রহের ক্ষেত্রে গং-এর বিঃ দ্রঃ দ্বারা বিশেষ দ্রষ্টব্য, পোঃ দ্বারা পোস্ট অফিস ইত্যাদি। বর্তমানে বহু পারিভাষিক শব্দের ও নামের সংক্ষিপ্তরূপ 'ঃ' দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। ং এবং ঃ প্রকৃতপক্ষে কোন পূর্ণাঙ্গ বর্ণ নয়, বর্তমানে ব্যঞ্জন বর্ণমালায় শেষ বর্ণ 'হ', অভিধানে স্বরবর্ণ-মালায় ঔ-এর পরে অং এবং অঃ রূপে এদের অবস্থান নির্দেশিত রয়েছে। স্বরযুক্ত হয়ে এরা অন্যান্য ব্যঞ্জনবর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হতে পারে না, কেবলমাত্র কোন স্বরাশ্রিত ব্যঞ্জনের সাথে একত্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই শেষোক্ত কারণে ং এবং ঃ সংযুক্ত হওয়ার পর একটি পৃথক ধ্বনি যুক্ত হয় বলে সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে এদের পরিবর্তে ডট্ বা বিন্দু (.) চিহ্ন ব্যবহারের প্রস্তাব খুবই যৌক্তিক। আমাদের বাংলা ভাষায় একমাত্র দাঁড়ি (।) ব্যতীত আর কোন বিরাম চিহ্ন নেই। কমা, সেমিকোলন, ড্যাশ, হাইফেন, কোলন ইত্যাদি নামেই প্রকাশ যে এরা ইংরেজী থেকে এসেছে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই। অতএব ডট্ (.)-এর আহ্বানকেও সাধুবাদ জানাই, স্বাগতম হে ডট্ (.)।

ভুল বানানের ন্যায় শব্দ প্রয়োগ ও বাক্য গঠনেও কম ভুল থাকছে না। এখানে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে শুদ্ধ বানান ও সঠিক উচ্চারণ একে অপরের পরিপূরক বলে উভয়েরই বিশুদ্ধতা রক্ষার বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। বানান সরলীকরণ আর বিশুদ্ধতা অর্জন সমার্থক নয়, সরলীকরণের আগ্রহাতিশয্যে নিয়ম বহির্ভূতভাবে যথেচ্ছ বানান সংস্কারে ব্রতী হলে বর্তমানে বিরাজমান ভুল বানানের পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠবে। সংবাদ-এর পাতায় শুদ্ধ বানান ও ভাষা প্রচলনের চলমান আন্দোলনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। সংশ্লিষ্ট সকলকে শারদ প্রাতের শারদীয় শুভেচ্ছা আর ধন্যবাদ।

অরুণজিৎ কুমার সেন
চিফ প্রসেসিং টেকনোলজিস্ট
বিএফডিসি, মৎস্য বন্দর, চট্টগ্রাম।